দৈনিক সংবাদ

তারিখ 05 MAY 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

001

খুলনা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

খুলনা, ২৮শে এপ্রিল (জেলা বার্তা পরিবেশক)।---বিদ্যালয় ভবন এবং ঘরের দুরবস্থা, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা, শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে খুলনা জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

খুলনা পৌর কর্পোরেশন ও ৯টি উপজেলায় মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৫৯৬টি। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৫৬-এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৪৯ হাজার ১২৮ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৪ হাজার ১২৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ২৯ হাজার ৪২১ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৪ হাজার ৬৭৭ জন ও পঞ্চম শ্রেণীতে ২০ হাজার ৩০৫ জন।

উপজেলা ভিত্তিতে স্কুলের সংখ্যা হলো: ডুমুরিয়া ১০৫, পাইকগাছা ৭২, বটিয়াঘাটা ৬৫, তেরখাদা ৫১, কয়রা ৫২, দাকোপ ৫০, দৌলতপুর ৪১, রূপসা ৩৯, ফুলতলা ৩৫। এছাড়া খুলনা পৌর এলাকায় রয়েছে ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

খুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ২৭১২।

সমগ্র জেলার প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কোন ভাল ঘর নেই। যেখানে বিল্ডিং রয়েছে তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ। যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে এমন বিল্ডিংয়ের সংখ্যাই বেশী। এই অবস্থায় স্কুল ঘর ছেড়ে অন্যত্র ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘর যেগুলো আছে তার অধিকাংশতে বেড়া নেই, টিন ঝাঁঝরা হয়ে গেছে ও খুটি নেই বললে চলে--কোন রকমে টিকে আছে।

শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব সমগ্র জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সাধারণ সমস্যা। কোন স্কুলেই প্রয়োজনীয়সংখ্যক বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, চক-ডাষ্টার, ম্যাপ প্রভৃতি শিক্ষা সরঞ্জাম নেই। ব্ল্যাকবোর্ডগুলোতে বছরের পর বছর কালি দেয়া হয় না। এগুলোকে আর ব্ল্যাকবোর্ড বলা যায় না। বেঞ্চের অভাবে ইট, বস্তা অথবা মাটিতে বসে ক্লাস করতে হয় অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুলনা সদর থানা শিক্ষা অফিসারের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, প্রকৃতপক্ষে গ্রামাঞ্চলের স্কুলের চেয়ে পৌর এলাকার স্কুলগুলোর অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ। কারণ পৌর এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ৩০-৬-৭৩ তারিখ পর্যন্ত পৌর সভার অধীনে ছিল। এসময় এ বিদ্যালয়গুলো কোনরকমে চলত।

তারপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও এপর্যন্ত প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া হয়নি। ফলে পৌর এলাকার ৮৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশই জরাজীর্ণ অবস্থায় চলছে। এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া ইনস্ট্যাণ্ট, লবণচোরা, টুটপাড়া জনকল্যাণ, প্রভাতী, চারাবাটি, মহেশ্বরপাশা, খালিশপুর বালিকা, বঙ্গবন্ধু, মধ্যডাঙ্গা প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। উল্লিখিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যেগুলোতে পাকা ভবন রয়েছে তা যেকোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। কিছু রয়েছে ঘর নেই। কোন রকম কাচা বা আধা পাকা ঘরে ক্লাস নেয়া হচ্ছে।

থানা শিক্ষা অফিসার আরো জানান, সাম্প্রতিক ঝড়ে খুলনা শহরের অনেক বিদ্যালয় পড়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে হাজী ফয়েজউদ্দিন, দক্ষিণ খালিশপুর, নয়াবাটি, কৃষি কলেজ, মহেশ্বরপাশা কে,এম, পাবলা দক্ষিণপাড়া, নতুন বাজার, সোনাপোতা প্রভৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

বটিয়াঘাটা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে এই উপজেলার শিক্ষা অফিসার জনাব জি,এম আবদুর রহিমের সাথে আলাপ করলে তিনি জানান, উপজেলার ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশতেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। অনেক জায়গায় গাছতলায় এবং ইউনিয়ন পরিষদ অথবা পার্শ্ববর্তী দোকান ঘরে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে। যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারে খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে তারমধ্যে রয়েছে সুন্দরমহল, শুকদাড়া, খলসি বনিয়া, পূর্বহালিয়া, শিয়ালডাঙ্গা, ঝালবাড়ী, আমলতা, বিরাট, ঝিনাইখালী, আলাইপুর, হোগলাডাংগা, হোগল বুনিয়া প্রভৃতি।